যুগান্তর

তারিখ 12-5 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সমাপনী পরীক্ষা গিলে খাচ্ছে শৈশব

রাসেল আহমেদ

দেশব্যাপী শুরু হয়েছে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২ লাখ ৫৯ হাজার ৫১৪। এ সংখ্যা বিগত যে কোনো বছরের তুলনায় অনেক বেশি। এসব পরীক্ষার্থী কারও কারও বয়স ১০-১১ বছরের বেশি নয়। তবে এ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে শুরু থেকেই এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে, যা কোমলমতি শিশুদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রথমেই প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। পৃথক ৬টি বিষয়ে ১০০ করে মোট ৬০০ নম্বরের এ পরীক্ষা ছয়দিনে অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম রয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নপত্র সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়, যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক প্রশ্ন পাঠ্যবইবহির্ভূত। এগুলোকে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন বলে অভিহিত করা হয়। কোনো পরীক্ষার্থী প্রতিটি বিষয়ে পৃথকভাবে ৮০ নম্বর বা তার ওপরে নম্বর পেলে এ-প্লাস বা জিপিএ-৫ পেয়েছে বলে বিবেচিত করা হবে। যদি কোনো পরীক্ষার্থী কোনো একটি বিষয়ে ৮০ নম্বরের কম পায়, সেক্ষেত্রে আর জিপিএ-৫ পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। জেএসসি, এসএসসি, এমনকি এইচএসসি পরীক্ষায় যেখানে কয়েকটি সাবজেক্টে ৮০ নম্বরের কম পেলে জিপিএ-৫ পাওয়ার সুযোগ থাকে অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর যোগ হওয়ার মাধ্যমে, সেখানে ৫ম শ্রেণীর কোমলমতি শিশুরা কী করল যে, তাদের প্রতিটা বিষয়ে ৮০ নম্বর পেতেই হবে! এটা শিশুদের সঙ্গে অন্যায় ও দ্বিমুখী আচরণ কি-না, ভেবে দেখা দরকার।

শিশুদের জন্য এমন অদ্ভুত টাইপের কোনো পরীক্ষা পৃথিবীর আর কোথাও চালু আছে কিনা, আমার জানা নেই। মাত্র ১০-১১ বছরের একটা শিশুকে পরীক্ষা নামক যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়া হয় প্রতিটা বিষয়ে ৮০ নম্বর পাওয়ার জন্য। অভিভাবকরা প্রতিযোগিতায় নেমেছেন— সন্তান যেন অবশ্যই জিপিএ-৫ পায়। যেন জিপিএ-৫ না পেলে সমাজে মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়বে। তাদের এ চাহিদা মেটাতে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হরেক নামের বাহারি স্লোগানের কোচিং সেন্টার। কোনোটি বলছে, সিউর এ-প্লাস। কোনোটি মিশন এ-প্লাস। আবার কোনোটি এক ধাপ এগিয়ে জিপিএ-৫ না পেলে টাকা ফেরতের গ্যারান্টি দিচ্ছে! তথাকথিত এসব কোচিংয়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের আগ্রহের শেষ নেই। অন্যদিকে নোট ও গাইডবই বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা সমাপনী পরীক্ষা সামনে রেখে বিভিন্ন চটকদার মলাটের বই বাজারে ছাড়ছে। এসব বইয়ের চাহিদা সারা দেশে তুঙ্গে।

সবাই একটু ভেবে দেখবেন কী, পরীক্ষা নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তানের শৈশবকে কোথায় নির্বাসনে পাঠাচ্ছি? যে শিশুর আজ বল নিয়ে বিকালে খেলার মাঠে থাকার কথা, সে তখন বিজ্ঞান শিক্ষকের সঙ্গে বস্তুর বল ও ভর নিয়ে তিক্ত আলোচনায় বসেছে! যে এখন চুপটি করে বসে টেলিভিশনে কার্টুন দেখবে, সেই কিনা নিজেই কার্টুনের চরিত্র হয়ে টেবিলে বসে থেকে থেকে অংক করছে! যে শিশু ঘুড়ি ওড়াবে, সে ঘুড়ির ইংরেজি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা তৈরি করতে ব্যস্ত! ও যে শিশু বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করবে, সে কি-না সমাজ বইয়ের প্রশ্নে উত্তর খুঁজতে গিয়ে নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। অতি বিনয়ের সঙ্গে বলছি— শিশুদের তোতাপাখি স্টাইলের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে একটু ভিন্নভাবে ভাবুন। এ ব্যবস্থায় আপনার-আমার সন্তান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ হয়তো পাবে, কিন্তু আপনার যে মেধাবী সন্তান হতে পারত বড় বিজ্ঞানী, পৃথিবী সেরা লেখক, দেশসেরা শিল্পী বা বিখ্যাত ব্যবসায়ী— সে হয়ে যাবে স্রেফ একটা তোতাপাখি।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের কাছে একটা আর্জি রেখে শেষ করতে চাই। পরীক্ষার নামে এ অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়ে কোনো পদ্ধতি কি গ্রহণ করা যায় না— যেখানে কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া শেষ হবে এক বর্ণিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। যেখানে থাকবে না ৮০ নম্বর পাওয়া বা জিপিএ-৫-এর টেনশন। সবাই পরীক্ষায় অংশ নেবে উৎসবে অংশ নেয়ার মতো করে। তারা নতুন দিনে নতুন ক্লাসে ওঠার স্বপ্নে বিভোর থাকবে। কাউকে পাস-ফেল বা এ-প্লাসের চিন্তা করতে হবে না। অভিভাবকরা কোনো কোচিং সেন্টার বা কোনো প্রতারকের দ্বারস্থ হবেন না, পরীক্ষায় সন্তানের বেশি নম্বর পাওয়ার আশায়। বরং তারা কিছু বেলুন আর ছোট ছোট জরির প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন শিশুদের বরণ করতে। এ উৎসবের দিনে ছোট, সুন্দর, নিষ্পাপ মুখগুলো আরও উজ্জ্বল দেখাবে। সেই উজ্জ্বলতায় আমরা আঁকব ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্ন।

শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
ahmadrasel.ahmad@gmail.com